যুক্তরাষ্ট্রের ৫ রাজ্যে ওমিক্রন শনাক্ত

যুক্তরাষ্ট্রের পাঁচটি রাজ্যে করোনাভাইরাসের নতুন ভ্যারিয়েন্ট শনাক্ত হয়েছে। দেশজুড়ে ১০ জনের দেহে ওমিক্রন পাওয়া গেছে। নিউইয়র্কের কর্তৃপক্ষের বরাত দিয়ে এই তথ্য জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স।

করোনার পূর্ণ ভ্যাকসিন নিয়েছেন এমন ব্যক্তিদের মধ্যেও ওমিক্রন ছড়িয়ে পড়ছে। ক্যালিফোর্নিয়া, কলারাডো, মিনেসোটায় যাদের দেহে ওমিক্রনের জীবাণু পাওয়া গেছে তারা সবাই দুই ডোজ টিকা নিয়েছেন। তবে তাদের দেহে হালকা উপসর্গ রয়েছে। আর হাওয়াই অঙ্গরাজ্যে একজনের দেহে ওমিক্রন ধরা পড়েছে যিনি ভ্যাকসিন নেননি। ওই ব্যক্তির শরীরে মাঝারি মাত্রার লক্ষণ পাওয়া গেছে।

যুক্তরাষ্ট্রে নভেল করোনাভাইরাসের ওমিক্রন ভ্যারিয়্যান্টে আরও পাঁচ জন আক্রান্ত হওয়ার তথ্য নিশ্চিত করেছে দেশটি। বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।

নিউইয়র্কের গভর্নর ক্যাথি হোচুল বৃহস্পতিবার এক সংবাদ সম্মেলনে জানিয়েছেন, তার রাজ্যে ৬৭ বছর বয়সি এক নারী ওমিক্রনে আক্রান্ত হয়েছেন। তার মধ্যে মাঝারি মাত্রার লক্ষণ দেখা গেছে। তার মধ্যে মাথা ব্যথা ও কফের লক্ষণ দেখা গেছে। এই নারী সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে দেশে ফিরেছেন। ২৫ নভেম্বর দেশে ফেরার সময় তার শরীরে করোনা ধরা পড়েনি। কিন্তু গত মঙ্গলবার পুনরায় পরীক্ষা করা হলে করোনা পজিটিভ শনাক্ত হন।

নিউইয়র্কের গভর্নর বলেন, এই নারী কিছু ভ্যাকসিন নিয়েচেন। কিন্তু তিনি একটি বা দুটি নাকি বুস্টার ডোজ নিয়েছেন সেটি নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

অন্য চারজন যারা ওমিক্রনে আক্রান্ত হয়েছেন তারাও নিউইয়র্ক সিটির বাসিন্দা। তাদের বিস্তারিত তথ্য এখনও জানা যায়নি।

যুক্তরাষ্ট্রে ওমিক্রনে আক্রান্ত প্রথম রোগী মিনেসোটার বাসিন্দা। তিনি টিকার পূর্ণ ডোজ নিয়েছিলেন। তিনি সম্প্রতি নিউইয়র্ক সিটিতে ভ্রমণ করেছিলেন এবং একটি সম্মেলনে যোগও

দিয়েছিলেন।

ওমিক্রন ঠেকাতে নিউইয়র্কে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে।

‘তৃণমূলই প্রকৃত কংগ্রেস’ বলে প্রচার চালানোর কারণ জানালেন মমতা

ভারতের মুম্বাইয়ে শিল্পপতিদের সামনে মমতা শোনালেন নিজের রাজনৈতিক উত্থানের গল্প। জানালেন ‘তৃণমূলই প্রকৃত কংগ্রেস’ বলে প্রচার চালানোর কারণ।

বুধবার মুম্বাইয়ের বিশিষ্টজন, পরে শিল্পপতিদের সামনে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তৃণমূলের নানা বিষয় নিয়ে কথা বলেন। খবর আনন্দবাজার পত্রিকার।

এ সময় তিনি রাহুল গান্ধীর নাম উল্লেখ না করে তীব্র সমালোচনা করেন। একই সঙ্গে প্রশ্ন তোলেন কংগ্রেস ও তার কর্মপন্থা নিয়ে।

মমতা বলেন, কেউ যদি বিদেশে গিয়ে বসে থাকেন, রাস্তায় নেমে লড়াই না করেন, তা হলে বাকিরা কেন বিজেপির ‘টিআরপি’ বাড়তে দেবেন?

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস বাম সরকারের বিরুদ্ধে ঠিকমতো লড়াই করছিল না বলেই তিনি তৃণমূল তৈরি করেছিলেন। এবং মানুষকে বলেছিলেন, তৃণমূলই প্রকৃত কংগ্রেস। কাউকে তো বেড়ালের গলায় ঘন্টি বাঁধতে হবে।

রাহুলের নাম উল্লেখ না করে মমতা বলেন, আপনি যদি বেশির ভাগ সময় বিদেশে বসে থাকেন, মাঝে মাঝে মাঠে নামেন, তা হলে আপনি কি ভাবেন, মানুষ বোকা?

শরদ পওয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে তৃণমূল সুপ্রিমো বলেন, শরদ পওয়ার বলেছেন, মজবুত বিকল্প শক্তি দরকার। যারা লড়াই করবে। কেউ যদি

লড়াই না করে আমরা কি করব?
মুম্বাইয়ে বিশিষ্টজন ও শিল্পপতিরা তৃণমূলনেত্রীকে প্রশ্ন করেছেন, তিনি কি কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে বিকল্প জোটের কথা ভাবছেন?

জবাবে মমতা বলেন, গত ৬-৭ বছর ধরে পর্যবেক্ষণ করছি। কংগ্রেস যেখানে বিজেপির বিরুদ্ধে ঠিকমতো লড়াই করছে না, সেখানেই তৃণমূল বিজেপির বিরুদ্ধে লড়তে যাচ্ছে। যেমন— ত্রিপুরা, গোয়া, মেঘালয়। গোয়ায় গত নির্বাচনে মানুষ কংগ্রেসকে ভোট দিলেও কংগ্রেস সরকার গড়তে পারেনি। বিজেপি সরকার তৈরি করেছে।

কংগ্রেসের সঙ্গে দূরত্ব নিয়ে তৃণমূলনেত্রীর জবাব, আমি করিনি। ওরা যেখানে শক্তিশালী, সেখানে লড়াই করুন। আমি কোথাও ভোট ভাগ করতে যাচ্ছি না।

মমতার যুক্তি, উত্তরপ্রদেশে অখিলেশ যাদব বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করছেন বলেই তৃণমূল সেখানে ভোট ভাগাভাগি করতে যাচ্ছে না। কংগ্রেস কেন আমাদের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গে লড়ছে? সিপিএম কেন লড়ছে? ওরা তো পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি আসনে প্রার্থী দিয়েছিল।

প্রসঙ্গত, মহারাষ্ট্রে শিবসেনা, এনসিপি, কংগ্রেসের জোট ক্ষমতায়। সেই জোটের সূত্রধর শরদ পওয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে মমতা ইউএপি-র অস্তিত্বই নেই বলে মন্তব্য করায় রাজ্যের কংগ্রেস নেতারা অস্বস্তিতে পড়েছেন।

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি নানা পাটোল বলেন, বিজেপির বিরুদ্ধে লড়তে অহঙ্কার নয়, ঐক্য প্রয়োজন।

ইসরাইলের পরমাণু কার্যক্রমই মধ্যপ্রাচ্যের ‘আসল হুমকি’: ইরান

মধ্যপ্রাচ্যের জন্য ইহুদিবাদী ইসরাইলের পরমাণু কার্যক্রম আসল হুমকি বলে মন্তব্য করেছেন জাতিসংঘে নিযুক্ত ইরানের রাষ্ট্রদূত

তাখতে রাভানচি।

পরমাণু ও গণবিধ্বংসী অস্ত্রমুক্ত মধ্যপ্রাচ্য গড়া নিয়ে আয়োজিত জাতিসংঘের এক অধিবেশনে ইরানের দূত ইসরাইলের পরমাণু কার্যক্রম নিয়ে এ বিস্ফোরক মন্তব্য করেন। খবর তাসনিম নিউজ এজেন্সির।

রাভানচি বলেন, সর্বোপরি, পরমাণু অস্ত্র বিস্তার রোধ চুক্তিতে (এনপিটি) অবশ্যই ইসরাইলকে যোগ দিতে হবে। এ চুক্তিতে যোগ দেওয়ার জন্য কোনো ধরনের পূর্বশর্ত দেওয়া চলবে না। এ ছাড়া ইসরাইলের পরমাণু কর্মসূচি আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থা বা আইএইএ’র পর্যবেক্ষণের আওতায় আনতে হবে।

ইসরাইলকে অব্যাহতভাবে সমর্থন জানিয়ে যাওয়ায় সভায় যুক্তরাষ্ট্রের তীব্র সমালোচনা করেছে ইরান।

ইরানের দূত বলেন, সম্মেলনে অংশ নেওয়ার আমন্ত্রণ যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের প্রত্যাখ্যান এর সাফল্যের পথে বড় বাধা। গণবিধ্বংসী অস্ত্রমুক্ত মধ্যপ্রাচ্য গড়ার ক্ষেত্রে যে কোনো ধরনের চুক্তি হলে যদি এ অঞ্চলের এসব অস্ত্রের অধিকারী কোনো দেশ এটি না মানে তবে তা হবে অর্থহীন ও অকার্যকর। তাই এসব সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

জাতিসংঘের পরমাণু পর্যবেক্ষণ সংস্থার প্রতিবেদনের দিকে ইঙ্গিত করে ইরানি রাষ্ট্রদূত দুঃখ প্রকাশ করেছে বলেন, কিছু প্রতিনিধি ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি সম্পর্কে ‘অযৌক্তিক উদ্বেগ’ উত্থাপন করেছেন।

সভায় রাভানচি ইরানের শীর্ষ নেতা আয়াতুল্লাহ সৈয়দ আলী খামেনির ফতোয়ার কথা উল্লেখ করে বলেন, গণবিধ্বংসী অস্ত্রের উৎপাদন, মজুদ ও এর ব্যবহারের বিষয়ে আমাদের শীর্ষ নেতার নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

ওমিক্রন ঠেকাতে বিদেশিদের

প্রবেশ নিষিদ্ধ করছে ইসরাইল

করোনাভাইরাসের নতুন ধরন ওমিক্রন ঠেকাতে সব বিদেশিদের ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা দিচ্ছে ইসরাইল। বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে সংক্রমণ ঠেকাতে জল, স্থল ও আকাশ সীমা বন্ধের মতো কঠোর পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছে ইসরাইল। খবর আলজাজিরার।

ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী নাফতালি বেনেট বলেছেন, বিদেশিদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা সরকারের অনুমোদনের অপেক্ষায়। আপাতত ১৪ দিন ইসরাইলে বিদেশিদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হবে।

১৩০০ বছর পুরনো মাটির মসজিদের সন্ধান ইরাকে

সন্ধান পাওয়া মসজিদের সেই জায়গা। ছবি: সংগৃহীতসন্ধান পাওয়া মসজিদের সেই জায়গা। ছবি: সংগৃহীত
ইরাকে একটি মাটি দিয়ে তৈরি প্রায় ১৩০০ বছর আগের একটি মাটির মসজিদের সন্ধান পাওয়া গেছে। ব্রিটিশ জাদুঘর খনন মিশন এই আবিষ্কার করেছে। এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে আল জাজিরা।

উদ্ধারকারী কর্মকর্তারা বলছেন, প্রত্নতাত্ত্বিকভাবে সমৃদ্ধ ডাই কার অঞ্চলের আল-রাফা’ই শহরে সন্ধান পাওয়া মসজিদটি ৬০ হিজরি বা ৬৭৯ খ্রিস্টাব্দে তৈরি করা হয়ে থাকতে পারে। এটি ২৬ ফুট প্রস্ত এবং ১৬ ফুট দীর্ঘ। মসজিদের মাঝখানে ইমামের জন্য ছোট উঁচু স্থান রয়েছে। এতে ২৫ জন মুসল্লি নামাজ আদায় করতে পারতেন।

অঞ্চলটির অনুসন্ধান ও খনন বিভাগের প্রধান আলি শালগাম জানান, একটি গুরুত্বপূর্ণ ও বড় ধরনের সন্ধান এটি। কারণ মসজিদটি পুরোপুরি মাটি দিয়ে তৈরি এবং ইসলামের প্রারম্ভিক সময়ে এর নির্মাণ করা হয়েছিল।

তিনি বলেন, প্রাপ্ত আলামত দেখে মনে হচ্ছে মসজিদটি উমাইয়া আমলের।

ক্ষয়ে যাওয়ার কারণে ওই সময়ের ইসলাম সম্পর্কে খুব বেশি তথ্য আমরা জানতে পারেনি।

আরও একটি মুসলিম দেশকে ‘আনকা ড্রোন’ দিচ্ছে তুরস্ক

তুরস্কের কাছ থেকে তিনটি মাঝারি পাল্লার ও দীর্ঘ সহনশীল আনকা ড্রোন কিনছে মধ্য এশিয়ার মুসলিম প্রধান দেশ কাজাখস্তান।

একটি সংবাদমাধ্যমে প্রতিবেদনের বরাতে এ তথ্য জানায় তুরস্কের সংবাদমাধ্যম ডেইলি সাবাহ।

তুরস্কের সংবাদমাধ্যম হাবেরতুর্ক জানায়, দীর্ঘদিন ধরে টার্কিশ অ্যারোস্পেস ইন্ডাস্ট্রিজ ও সেন্ট্রাল এশিয়ার দেশটির মধ্যে আলোচনা চলছিল। আলোচনার পর অক্টোবরে ড্রোন নিয়ে তাদের মধ্যে চুক্তি সই হয়।

২০২১ সালের মে মাসে কাজাখস্তানের সঙ্গে তুরস্কের সামরিক ক্ষেত্রে সহযোগিতার জন্য একটি চুক্তি সই হয়েছিল।

ওই প্রতিবেদনে আরও দাবি করা হয়, আরও দুই ক্রেতার সঙ্গে আনকা ড্রোন নিয়ে আলোচনা চলছে।

টার্কিশ অ্যারোস্পেস ইন্ডাস্ট্রিজ এ ধরনের ড্রোন প্রথম রপ্তানি করার জন্য চুক্তি করে তিউনিসিয়ার সঙ্গে। একটি চুক্তির আওতায় এ কোম্পানি তিউনিসিয়ান এয়ারফোর্স কমান্ডকে তিনটি আনকা ড্রোন ও তিনটি গ্রাউন্ড কনট্রোল সিস্টেম দেবে।

আনকা ড্রোন তৈরি করেছে টার্কিশ অ্যারোস্পেস ইন্ডাস্ট্রিজের প্রকৌশলীরা। ২০১০ সালের ৩০ ডিসেম্বর প্রথম এ ড্রোন আকাশে উড়ে।

এর আগে সংবাদমাধ্যমে খবর প্রকাশ হয়েছিল, মধ্য এশিয়ার দেশ কিরগিজস্তান তুরস্কের ড্রোনের চালান শিগগির পেতে যাচ্ছে।

কিরগিজস্তানের জাতীয় নিরাপত্তা কমিটির চেয়ারম্যান কামচিবেক তাশিয়েভ বলেছিলেন, আমরা তুরস্কের কাছে বায়রাক্তার টিবি-২ (ট্যাকটিকেল ব্লক ২) ড্রোনের অর্ডার দিয়েছি।

যুক্তরাষ্ট্রে ক্রিসমাস প্যারেডে গাড়িচাপায় নিহত ৫

যুক্তরাষ্ট্রের উইসকনসিন অঙ্গরাজ্যে স্থানীয় সময় রোববার রাতে জনাকীর্ণ ক্রিসমাস প্যারোডে গাড়িচাপায় ৫ জন নিহত এবং ৪০ জন আহত হয়েছেন।

এ ঘটনায় গুরুতর আহত ২৮ জনকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এছাড়া ১২ জন প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে বাড়ি ফিরে গেছেন।খবর সিএনএনের।

উইসকনসিনের উয়াওকেশা শহরে জনাকীর্ণ একটি ক্রিসমাস প্যারেডে এ ঘটনা ঘটে।

উয়াওকেশা শহরের পুলিশপ্রধান ড্যান থম্পসন জানিয়েছেন, ঘটনাস্থলটি উইসকনসিন অঙ্গরাজ্যের আরেক শহর মিলউকি থেকে ৩২ কিলোমিটার পশ্চিমে অবস্থিত। ক্রিসমাস প্যারেডে গাড়িচাপার ঘটনার পর অভিযুক্ত গাড়িকে আটক করা হয়েছে এবং উয়াওকেশা শহর আপাতত নিরাপদ।

থম্পসন সাংবাদিকদের জানান, লাল রঙের একটি এসইউভি গাড়ি রোববার সন্ধ্যায় ক্রিসমাস প্যারেডের ভিড়ের ওপরে উঠে যায়। এ ঘটনায় ২৮ জনেরও বেশি মানুষ আহত হয়েছেন। শহরের পাশ থেকে পরে আমরা গাড়িটিকে আটক করেছি।

২০২৪ সালেই তৈরি হবে সৌদির ভবিষ্যতের শহর

দূষণমুক্ত শহর গড়ে তুলে নজির গড়ার ঘোষণা দিয়েছিল সৌদি আরব। সব কিছু ঠিক থাকলে ‘নিওম’ প্রকল্পের অধীনে ২০২৪ সালের মধ্যেই সেই শহর পুরোপুরি তৈরি হয়ে যাবে।

পরিবেশবান্ধব এই শহরটির নাম রাখা হয়েছে ‘দ্য লাইন’। শহরটির কাজ শুরু হয়েছে ২০২১ সাল থেকে।

উপর থেকে ছবি তুললে মনে হবে যেন কেউ জঙ্গলের মধ্যে একটা লাইন এঁকে দিয়েছেন। এজন্যই শহরটির এমন নাম। ১০৫ মাইল দীর্ঘ এলাকায় গড়ে উঠছে এই শহর। তিনটি স্তর থাকবে শহরটিতে। একেবারে উপরের স্তর মাটির উপরে। সেখানে শুধুমাত্র হাঁটা পথ থাকবে।
পাহাড়-জঙ্গল কেটে তৈরি হচ্ছে এই দীর্ঘ লম্বা শহর, যত সম্ভব প্রাকৃতিক সম্পদের ক্ষতি কম করার জন্যই তিনটি স্তরে ভাগ করা হয়েছে শহরটিকে। যাতে কম সংখ্যক গাছ-পাহাড় কাটা যায়।

শহরটিতে চলবে না কোনো গাড়ি! থাকবে না গাড়ি চলাচলের রাস্তাও! সম্পূর্ণ দূষণমুক্ত হওয়ার নজির গড়ে তুলবে। বিশ্বে প্রথম এমন শহর গড়ে উঠতে চলেছে।

শহরটির নীচের দু’টি স্তর ভূগর্ভস্থ। সেখানে গাড়ি চলাচলের রাস্তা থাকবে। দ্বিতীয় স্তর মূলত পরিকাঠামো পর্যবেক্ষণের জন্য রাখা থাকবে। তৃতীয় স্তর দিয়ে দ্রুত গতি সম্পন্ন ট্রেন এবং অন্য যানবাহন যাতায়াত করবে। এর ফলে একেবারের উপরের স্তর থাকবে সম্পূর্ণ দূষণমুক্ত।

এই শহরে ১০ লাখ মানুষ একসঙ্গে বাস করতে পারবেন। শহরের নকশা এমন ভাবে বানানো হবে, যেন হাসপাতাল, স্কুল, রেস্টুরেন্টসহ সব জায়গায় পাঁচ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাওয়া যায়। এই শহর থেকে আশপাশের অঞ্চলের যোগাযোগ স্থাপন হবে তৃতীয় স্তরের যাতায়াত ব্যবস্থার মাধ্যমে।

সৌদি আরব এই প্রকল্পে ২০ হাজার কোটি ডলার বিনিয়োগ করেছে। প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে অন্তত তিন লক্ষ ৮০ হাজার কর্মসংস্থান হবে। ২০৩০ সাল নাগাদ দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (জিডিপি) ৪৮০০

কোটি ডলার বৃদ্ধি পাবে।

এই পুরো প্রকল্পটিই ‘নিওম’ প্রকল্পের অধীন। সৌদি আরবের তাবুক প্রদেশের দশ হাজার বর্গ মাইল এলাকায় গড়ে উঠছে এই প্রকল্প। ‘নিওম’ শব্দটির অর্থ হল নতুন ভবিষ্যৎ।

ড্রোন ট্যাক্সি, বিনোদনের জন্য জুরাসিক পার্ক (যেখানে ঘুরে বেড়াবে রোবট ডাইনোসর) এর মতো বিনোদনের ব্যবস্থাও থাকছে।

পুরো শহরকে পর্যবেক্ষণে রাখবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স প্রযুক্তি। রোজকার জীবনে বাসিন্দাদের শহরে থাকতে কোনো সমস্যার সম্মুখীন হতে হলে সেটাও নথিভুক্ত করবে এবং ভবিষ্যতে সেই সমস্যা থেকে মুক্তি দিতে সাহায্য করবে এই প্রযুক্তি।

জাপানে এবার চালক ছাড়াই চলবে বুলেট ট্রেন!

এবার চালক ছাড়াই স্বয়ংক্রিয়ভাবে দ্রুতগতির বুলেট ট্রেনের (শিনকানছেন) পরীক্ষা চালাল জাপান।

জাপানে নিম্ন জন্মের হার এবং সমাজে বয়স্ক মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় ভবিষ্যতে চালকের ঘাটতি দেখা দিতে পারে বলে উদ্বেগের কারণে কোম্পানি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বুলেট ট্রেন প্রযুক্তি উন্নয়ন করে আসছে। খবর মাইনিচি শিমবুনের।

পূর্ব জাপান রেলওয়ে কোম্পানি পরিচালনা করা ১২ কামরার শিনকানছেন ট্রেনটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ট্রেন পরিচালনা ব্যবস্থা দিয়ে সজ্জিত।

বুধবার মধ্য জাপানের নিইগাতা জেলায় পাঁচ কিলোমিটার এক রেললাইনে ট্রেনটি তিনবার দুদিকে যাতায়াত করে।

পরীক্ষার সময় একজন চালক ট্রেনটিতে উপস্থিত থাকলেও তিনি নিয়ন্ত্রণ

করার কোনো কিছুতেই হাত দেননি। ট্রেন চলাচল শুরু হওয়া থেকে শেষে থেমে যাওয়া পর্যন্ত এবং তার সঙ্গে গতির নিয়ন্ত্রণও স্বয়ংক্রিয়ভাবে করা হয়।

পরীক্ষার সময় ট্রেনটি খুবই মসৃণভাবে গতি বৃদ্ধি করে ঘণ্টায় প্রায় ১০০ কিলোমিটার বেগে চলছিল।

বাংলাদেশেই তৈরি হবে রেলের ইঞ্জিন-কোচ

দেশে যেসব ট্রেন চলাচল করছে, সেগুলোর অধিকাংশের ইঞ্জিন-কোচ বয়সের ভারে ন্যুব্জ। মাঝেমধ্যে এগুলো বিকল হয়ে পড়ে। বর্তমানে ৮৭ শতাংশ ইঞ্জিন ও ৭৭ শতাংশ কোচের আয়ুষ্কাল শেষ। এগুলো সচল রাখতে যন্ত্রাংশ আমদানি করতে হচ্ছে। এ কারণে দেশেই যন্ত্রাংশ উৎপাদনের উদ্যোগ নিয়েছে রেল।

এ ব্যাপারে একটি নীতিমালা প্রস্তুত করা হয়েছে। আগামী মাসেই এ নীতিমালা চূড়ান্ত করা হবে। নতুন কিংবা আয়ুষ্কাল শেষ হয়ে যাওয়া ইঞ্জিন-কোচ মেরামতে আমদানিনির্ভর যন্ত্রাংশের বিকল্প উৎস সৃষ্টির লক্ষ্যে এ নীতিমালা রেলওয়ের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে বলে জানিয়েছেন রেলপথমন্ত্রী মো. নূরুল ইসলাম সুজন।

তিনি বলেন, পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতসহ বিভিন্ন রাষ্ট্র রেলের ইঞ্জিন-কোচসহ যন্ত্রাংশ তৈরি করছে। কিন্তু এক্ষেত্রে আমরা পিছিয়ে আছি। ইঞ্জিন-কোচ মেরামতে প্রায় শতভাগ আমদানিনির্ভর থাকতে হয়। কখনো আবার যথাযথ সময়ে যন্ত্রাংশ ক্রয় করা সম্ভব হয় না। তাই ইঞ্জিন-কোচ সংস্কার সময়সাপেক্ষ হয়ে পড়ে। আবার কিছু যন্ত্রাংশ বিশ্ববাজারেও পাওয়া যাচ্ছে না।

এতে বড় ধরনের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। নীতিমালা চূড়ান্ত হলে অধিকাংশ যন্ত্রাংশ স্থানীয় প্রস্তুতকারক কোম্পানিগুলো তৈরি করবে। এতে দেশেই স্বল্প দামে যন্ত্রাংশ মিলবে। এতে স্থানীয় শিল্পেরও বিকাশ ঘটবে। দেশের টাকা দেশেই থাকবে। আমরা দেশেই নতুন কোচ-ইঞ্জিন তৈরি

করব।

রেলপধ মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়, বর্তমানে ইঞ্জিন-কোচ মেরামত এবং লাইন ও সিগন্যাল ব্যবস্থা ঠিক রাখতে প্রায় হাজার কোটি টাকা প্রয়োজন হয়। নীতিমালা চূড়ান্ত হলে রেলওয়ের নিজস্ব কারখানায় যন্ত্রাংশ তৈরি হবে। রেলওয়ে প্রকৌশলী বিভাগ সূত্র জানায়, রেলের অনেক ইঞ্জিন-কোচের আয়ুষ্কাল শেষ হয়ে গেছে। সেগুলো এখন বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ২০১৩ সালে চীন থেকে আনা ডেমু ট্রেনের আয়ুষ্কাল নির্ধারিত সময়ের আগে শেষ হতে চলেছে।

৬৫৪ কোটি টাকায় কেনা ২০টি ডেমু ট্রেনের মধ্যে বর্তমানে সচল আছে মাত্র তিনটি। ৩৫ বছর আয়ুষ্কাল থাকলেও ১ বছর যেতে না যেতেই নষ্ট হতে শুরু করে ডেমু ট্রেন। মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়, অচল পড়ে থাকা ডেমু সেটগুলো মেরামত করতে হলে একমাত্র চীন থেকে যন্ত্রাংশ সংগ্রহ করতে হবে। আর এই যন্ত্রাংশের দাম বিশ্ববাজারের চেয়ে প্রায় ১০ গুণ বেশি। অর্থাৎ এগুলো মেরামত করতে ক্রয়ের প্রায় সমপরিমাণ টাকা লাগবে। নীতিমালা চূড়ান্ত হলে ডেমুর অধিকাংশ যন্ত্রাংশ দেশেই উৎপাদন করা সম্ভব হবে।

নীতিমালায় বলা হয়েছে, আয়ুষ্কাল শেষ হয়ে যাওয়া কিংবা নতুন ইঞ্জিন-কোচ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিয়মিত যন্ত্রাংশের দরকার হয়। একই সঙ্গে প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ মজুত রাখতে হয়। অধিকাংশ ইঞ্জিন যন্ত্রাংশের কোনো ড্রয়িং-স্পেসিফিকেশন না থাকায় পার্ট নম্বর ও বিবরণের ভিত্তিতে চিহ্নিত করতে হয়। বিশ্বে এসব যন্ত্রাংশ বিলুপ্তির পথে। এগুলো বেশি অর্থ দিয়ে ক্রয় করতে হয় কেবল ইঞ্জিন সচল রাখার জন্য।

পরনির্ভরশীলতা কমাতে অতীতে বিসিক নীতিমালার আওতায় এবং পরবর্তী রেলওয়ের মেকানিক্যাল শাখা থেকে জারি করা নীতিমালা অনুযায়ী স্থানীয় প্রস্ততকারকদের সাময়িকভাবে যন্ত্রাংশ তৈরির অনুমোদন দেওয়া হয়। কিন্তু যথাযথ মনিটরিং, নীতিমালা ও গাইডলাইন না থাকায় তা আলোর মুখ দেখেনি। কোনো শিল্পোদ্যোক্তাও এগিয়ে আসেনি। এখন শিল্প উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগ নিশ্চয়তা ও গুণগতমানের যন্ত্রাংশ ক্রয়ের নিশ্চয়তা রেখেই নীতিমালাটি হচ্ছে। নতুন নীতিমালার কারণে বছরের পর বছর উদ্যোক্তারা রেলওয়ের সঙ্গে ব্যবসা করতে পারবেন।

খসড়া নীতিমালা অনুযায়ী, যেসব উদ্যোক্তা বা প্রতিষ্ঠানের বিসিক তালিকাভুক্তির বা অনুরূপ অন্য কোনো সনদ, নিজস্ব কারখানা,

পর্যাপ্ত মেশিনারিজ, দক্ষ জনবল ও আর্থিক সক্ষমতা রয়েছে, তারা যন্ত্রাংশ উৎপাদনের জন্য যোগ্য হবেন। রেলওয়ে কর্তৃক গঠন করা ডকুমেন্ট অ্যাসেসমেন্ট কমিটি, ফ্যাক্টরি ইনস্পেকশন কমিটি, কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট কমিটি ও মূল্য নির্ধারণ কমিটি এসব বিষয় দেখাশোনা করবে।

এ ব্যাপারে রেলওয়ের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (আরএস) মঞ্জুর-উল-আলম চৌধুরী যুগান্তরকে বলেন, এ নীতিমালা চূড়ান্ত হওয়ার পর রেলে আমূল পরিবর্তন আসবে। একই সঙ্গে দেশীয় শিল্পোদ্যোক্তারা উপকৃত হবেন। দেশের অর্থ দেশে থাকবে, এগিয়ে যাবে রেল। রেলের ইঞ্জিনে ২৫ হাজার ধরনের যন্ত্রাংশ প্রয়োজন হয়। যন্ত্রাংশগুলো বিশেষ ‘আইটেম’। এসব আইটেমের মাত্র ৫ শতাংশ বাংলাদেশে উৎপাদন হয়।

৯৫ শতাংশ যন্ত্রাংশ বিভিন্ন বিদেশি প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে হয়। এতে কোটি কোটি টাকা খরচ হয়। আবার সময়মতো ক্রয় করাও সম্ভব হয় না। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যন্ত্রাংশ না পাওয়ায় ইঞ্জিনের যথাযথ মেরামতও হয় না। হিমশিম খেতে হয় ট্রেন পরিচালনায়। আমরা এ নীতিমালা চূড়ান্তের মধ্য দিয়ে সমস্যা সমাধান করতে চাই। আগামী নভেম্বরে পাহাড়তলী কেন্দ্রীয় লোকোমোটিভ এলাকায় সেমিনার, প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশের প্রদর্শনীসহ স্থানীয় উদ্যোক্তাদের সমন্বয়ে দুই দিনব্যাপী বিশেষ প্রোগ্রাম করব।

তিনি আরও বলেন, দীর্ঘ সময় নিয়ে নীতিমালা প্রস্তুত করা হয়েছে। রেল শুধু আমদানিনির্ভর হতে পারে না। আমাদের রেলেও দক্ষ শ্রমিক রয়েছে। দেশেই নতুন ইঞ্জিনসহ অধিকাংশ যন্ত্রাংশ তৈরি করা হবে। যে হারে রেলে উন্নয়ন হচ্ছে, সামনের দিনগুলোয় যন্ত্রাংশের চাহিদাও ব্যাপক বাড়বে।

নীতিমালা অনুযায়ী যন্ত্রাংশ দেশের মাটিতে উৎপাদন সম্ভব হলে রেলে সেবা দারুণভাবে বাড়বে। সর্বোচ্চ সংখ্যক লোকোমোটিভের যন্ত্রাংশ দেশে তৈরির সুযোগ সৃষ্টি, রেলে যন্ত্রাংশ সরবরাহের জন্য টেকসই উদ্যোক্তা তৈরিসহ সাতটি উদ্দেশ্য রয়েছে খসড়া নীতিমালায়, যা দেশ ও রেলের কল্যাণ বয়ে আনবে।

রেলপথ সচিব সেলিম রেজা বলেন, নীতিমালা চূড়ান্ত হলে দেশেই নতুন কোচ তৈরি করা হবে। ইঞ্জিন মেরামত করতে আমদানিনির্ভর যন্ত্রাংশের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে না। যন্ত্রাংশ তৈরি-উৎপাদনে দেশীয় শিল্পোদ্যোক্তাদের পাশে